ভোরের কাগজ

8/7/2007

মাধ্যমিক স্তরের বই ঘাপলার জন্য পুস্তকাকে ১২ কোটি টাকা জরিমানা

বেক্সিমকোর অন্য দুই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকের ৩ কোটি টাকার কাগজ খোলা বাজারে বেচে দিয়েছে, জরিমানা নোটিশও যাচ্ছে

মানস ঘোষ : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বেক্সিমকোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পুস্তকার বিরুদ্ধে ১২ কোটি টাকা জরিমানা করেছে। বছরের শুরুতে বাজারে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই সরবরাহে ব্যর্থতা, নিম্নমানের কাগজে বই ছাপাসহ দরপত্রের একাধিক শর্ত ভঙ্গের অভিযোগে এই ১২ কোটি টাকা জরিমানা করে পুস্তকাকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

এ ছাড়া বিনা মূল্যের প্রাথমিক স্তরের ৬০ লাখ পাঠ্যবই শেষ পর্যন্ত সরবরাহ না করায় বেক্সিমকোর অপর দুটি প্রতিষ্ঠান শুকতারা প্রিন্টার্স ও ফ্রি প্রেসের বিরুদ্ধেও বোর্ড পৃথক পৃথক জরিমানা নোটিশ পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, এ দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার প্রায় ৩ কোটি টাকার কাগজ খোলাবাজারে বিক্রির অভিযো শুকতারা ও ফ্রি প্রেস বই ছাপতে না পারলেও বোর্ডের গুদাম থেকে নেওয়া সাদা অফসেট কাগজ কয়েক দফা তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ফেরত দেয়নি।

প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যবই ছাপার দায়িত্ব পায় বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠান। এ কাজে তারা চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। পরে ১০৫টি প্রেসকে দিয়ে আলাদাভাবে বই ছাপিয়ে বিনামূল্যের প্রাথমিকের বই সারা দেশে সরবরাহ করে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিলেও, মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের বই পেতে অনেক দেরি হয়। এর ফলে বছরের শুরুতে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী সংকটে

মাধ্যমিক স্তরের বই ঘাপলার জন্য পুস্তকাকে

● প্রথম পাতার পর

সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে পুস্তকার বিরুদ্ধে বোর্ড ১২ কোটি টাকার জরিমানার নোটিশ পাঠায়। নোটিশে বিলম্বে বই সরবরাহকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে দরপত্রের বিভিন্ন ধারার শর্ত ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ টাকার অংকে আলাদা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে।

বোর্ড পুস্তকার বিরুদ্ধে প্রতি বিষয়ের বই প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ২০০ টাকা করে জরিমানা করেছে। গত বছর ১৫ ডিসেম্বর বই সরবরাহের শেষ দিন থেকে বিক্রয় আদেশ নেওয়ার তারিখ পর্যন্ত এই বিলম্বের হিসাব করা হয়। এ ছাড়া ৩০টি বই নিম্নমানের কাগজে ছাপানোয় দামের ১০ শতাংশ হারে জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া বইয়ের উভয় পাশের মলাটের ভিতরে পুস্তানি না দেওয়ায় বইয়ের সমুদয় দাম কেটে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পুস্তকা মাধ্যমিক স্তরে ৬০টি বইয়ের প্রায় ২ কোটি ৫১ লাখ কপি মুদ্রণের দায়িত্ব পায়। নির্ধারিত সময়ে তারা একটি বইও বাজারে আনতে পারেনি।

বোর্ড সূত্র জানায়, পারফরম্যান্স গ্যারান্টি (পিজি) হিসেবে বোর্ডের কাছে পুস্তকার ৭ কোটি ৮৫ লাখ টাকা রয়েছে। বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়ে এই পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত করে জরিমানার টাকা হিসেবে আদায় করে নেবে। ইতিমধ্যে পিজির টাকা বোর্ডের একাউন্টে জমা দেওয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কাছে বোর্ডের হিসাব শাখা থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বাকি জরিমানা প্রায় ৪ কোটি টাকা বোর্ডকে দেওয়ার জন্য পুস্তকার কাছে চিঠি গেছে। পুস্তকা এখন পর্যন্ত এর কোনো জবাব দেয়নি। তবে বিভিন্ন মাধ্যমে বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরীকে চাপ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। তিনি জানিয়েছেন, নোটিশ দিয়েও জরিমানার টাকা আদায় না হলে বোর্ড আইনগত ব্যবস্থা নেবে। প্রসঙ্গত, বোর্ডের চাপ অব্যাহত থাকায় পুস্তকা শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের রয়্যালটির ৭ কোটি ৭৯ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে।

এদিকে বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠান শুকতারা ও ফ্রি প্রেস বিনামূল্যের প্রাথমিকের ৬০ লাখ বই ৬ মাসেও সরবরাহ না করায় বোর্ডের পক্ষ থেকে এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে গত ১৮ জুন সর্বশেষ চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বই অথবা কাগজ বোর্ডের গুদামে সরবরাহ করার অনুরোধ করা হয়। বোর্ড সূত্র জানায়, এর মধ্যে অল্প কিছু বই বোর্ডের গুদামে জমা পড়েছে। এখনো প্রায় ৫০ হাজার রিম কাগজ এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে রয়ে গেছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা।

সূত্র জানায়, একাধিক তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও শুকতারা ও ফ্রি পেস বোর্ডের গুদামে কাগজ ফিরিয়ে দিচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে কাগজগুলো তারা খোলাবাজারে বিক্রি করেছে।

বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিজি, কাগজের জামানত এবং বকেয়া বিল থেকে এ টাকা কেটে নেওয়া হবে। পিজি বাবদ ৮০ লাখ এবং কাগজের জামানত বাবদ ২ কোটি ৬ লাখ টাকা বোর্ডের কাছে রয়েছে। এ ছাড়া বকেয়া বিল রয়েছে কয়েক লাখ টাকা।

এর বাইরে বিলম্বে বই সরবরাহ, বইয়ের আকার ছোট হওয়া, বইয়ে স্টাপলার ব্যবহার না করাসহ অন্যান্য অভিযোগে আলাদা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই জরিমানার অংক এখনো নির্ধারিত হয়নি। গত এপ্রিলের উৎপাদন কমিটি দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করায় জরিমানার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠায়।

উল্লেখ্য, শুকতারা ও ফ্রি প্রেস ২০০১ সালের বিনামূল্যের প্রায় সাড়ে ৩ কোটি বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের দায়িত্ব পায়। কাজের ধীরগতির কারণে বোর্ড পরে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২ কোটি বই কেটে নিয়ে অন্য ১০৫টি প্রেস দিয়ে মুদ্রণ করায়। শেষ পর্যন্ত শুকতরা ও ফ্রি প্রেস ১ কোটি ৫০ লাখ বইয়ের মধ্যে সরবরাহ করে মাত্র ৯০ লাখ বই।